আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।, মঙ্গলবার, ০৯ ফাল্গুন ১৪২৩, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীগণ,

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষ এবং অন্যান্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য মহান ত্যাগের মহিমাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন আমাদের জন্য সত্যিই গর্বের বিষয়। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্ববাসীর সম্পদ। বিশ্বের ১৯০টিরও বেশি দেশে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ভাষা শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিকসহ নাম না জানা ভাষা শহিদ এবং সকল ভাষাসংগ্রামীকে।

গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, দু'লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সুধিবৃন্দ,

বাঙালি জাতি নানা দিক দিয়েই অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাঙালির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সব সময়ই শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। গুপ্ত আমল থেকে সুলতানী আমল, মোঘল শাসন, ইংরেজ রাজত্ব, পাকিস্তানি স্বৈরশাসন - কখনই বাঙালি সহজে মাথা নত করেনি। নিজেদের ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে।

ঝড়-ঝাপটা এসেছে, কিন্তু সেসব সামাল দিয়ে টিকে থেকেছে বাঙালি। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান-ভারত সৃষ্টির পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি যখন বাঙালির উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করল, তখনই বাঙালি প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। মায়ের মুখের ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে এ রকম জাতি বিশ্বে খুব বেশি একটা নেই। বাঙালিরাই সম্ভবতঃ প্রথম উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

ভাষা হচ্ছে একটি জাতিগোষ্ঠির সংস্কৃতির বাহন। জাতির পিতা বলেছেন, 'মাতৃভাষার অপমান কোন জাতি সহ্য করতে পারে না।' সেই ভাষাকে যদি আঘাত করা যায় তাহলে সেই জাতি-গোষ্ঠি তার স্বাতন্ত্র্য হারাতে বাধ্য। পাকিস্তানের শিক্ষিত শাসকগোষ্ঠি বিষয়টি খুব ভালোভাবেই জানত। এজন্য খুব সচেতনভাবেই তারা বাংলা ভাষার উপর আঘাত হেনেছিল, যাতে বাঙালি ভবিষ্যতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলন বাংলার মাটিতে শক্ত ভিত্তি পায়। সাহসী বাঙালি আরও সাহসী হয়ে উঠে। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং জীবনাচরণে ভাষা আন্দোলনের ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের বিজয় বাঙালিকে আরও বেশি কিছু পাওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে।

জাতির পিতা সেই পাওয়ার প্রেরণায় বাঙালি জাতিকে শুধু স্বপ্নই দেখাননি, তা বাস্তবায়িত করার রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙালি যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করে। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ৬-দফা ঘোষণা করেন। যার মূল লক্ষ্য ছিল আমাদের জাতিগত পরিচয় সুসংহত করা।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধিকার আন্দোলন যে স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হবে, তা আর কেউ বুঝতে না পারলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে তাঁদের কারাগারে নিক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত তারা বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখতে পারেনি। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতন হয়। বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন জনতার মাঝে।

সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে চাপিয়ে দেওয়া হয় অসম যুদ্ধ। নির্বিচারে হত্যা করা হয় লাখ লাখ নিরস্ত্র বাঙালিকে।

অকুতোভয় বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৯-মাসের যুদ্ধ শেষে ছিনিয়ে আনে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মাটি ও মানুষের দল। এর শিকড় সাধারণ মানুষের মধ্যে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সংবিধানের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। কাজেই আওয়ামী লীগ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরস্পরের পরিপূরক।

জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর শাসকগোষ্ঠী যেমন বঙ্গবন্ধুর নাম-নিশানা মুছে ফেলার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, তেমনি বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য ধ্বংসের চেষ্টাও কম করেনি।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আবহমান ঐতিহ্য আবার প্রাণ ফিরে পায়।

কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামের প্রচেষ্টায় এবং আওয়ামী লীগ সরকারের আন্তরিক উদ্যোগে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বাঙালির একুশ আজ পরিণত হয়েছে সারাবিশ্বের মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষের ভাষার অধিকার আদায়ের প্রতীক দিবস হিসেবে।

আমি ২০০১ সালের ১৫ মার্চ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। ইনস্টিটিউট ভবনের নির্মাণের কাজও আমরা শুরু করি। কিন্তু পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট সরকারে এসে তা বন্ধ করে দেয়। তারা দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভুলুণ্ঠিত করে দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটায়। মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের গাড়িতে তুলে দেয় জাতীয় পতাকা।

২০০৯ সালে সরকার গঠন করে আমরা মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজ আবার শুরু করি। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন পাশ করে ২১শে ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউট ভবন উদ্বোধন করি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেছে। আমাদের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে, ১২ জানুয়ারি, ২০১৬ সালে ইউনেস্কো-র ৩৮তম সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো-র 'ক্যাটাগরি-২' প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। আমরা এ প্রতিষ্ঠানকে আরও সমৃদ্ধ করব। এখানে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা হবে।

আমি আশা করি, অচিরেই এখানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মাতৃভাষার উপর গবেষণা শুরু হবে। বিশেষত যে সকল ভাষার লিখনবিধি নাই সেগুলো সংরক্ষণ ও প্রমিতায়ন করা হবে। এরফলে এসকল ভাষাভাষী শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভাষাগত ব্যবধানের কারণে কেউ পিছিয়ে থাকবেনা। নিজস্ব বর্ণমালায় ও ভাষায় শিক্ষা নিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হবে।

এই লক্ষ্যে আমরা এ বছর প্রথমবারের মত চাকমা, মারমা, সাদ্রী, গারো ও ত্রিপুরা এই পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২৪ হাজার ৬৬১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছি। পর্যায়ক্রমে সকল নৃ-গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যবই তৈরি করা হবে। আমরা চাই সকল মাতৃভাষা বিকশিত হোক।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বিশ্বসভা জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে এ ভাষার গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজেও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে নিয়মিত বাংলায় ভাষণ দিয়ে আসছি। আমরা বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও তথ্য-প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু করেছি। মোবাইল সেটে বাংলা কী-প্যাড ব্যবহার চালু করা হয়েছে। আমরা 'ডট বাংলা' ডোমেইন চালু করেছি। এখন বাংলা লিপিতে ওয়েবসাইটের ঠিকানা ব্যবহার করা যাবে। বাংলাভাষী মানুষ এখন থেকে বাংলায় ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন।

আমরা বিদেশি ভাষা শেখার বিরোধী নই। আমি মনে করি সামর্থ্য থাকলে সকলেরই একাধিক ভাষা শেখা দরকার। ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষাসৈনিক জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বহুভাষী পন্ডিত ছিলেন। তবে সবার আগে মাতৃভাষা ভালোভাবে শেখা উচিত। এরপর যে কোন বিদেশী ভাষা শিখলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

কিছু কিছু গণমাধ্যমে বাংলা ভাষা বিকৃতভাবে উপস্থাপনের অভিযোগ শোনা যায়। প্রমিত বাংলা শব্দের বানান এবং উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট। এখানে কোন আপোষ চলবে না। বাংলা ভাষাকে মিশ্রিত বা বিকৃত করে বলার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। কাজেই গণমাধ্যমকে ভাষার ব্যবহার, বানান এবং উচ্চারণে আরও বেশি যত্নবান হতে হবে। তবে আঞ্চলিক ভাষাকে কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। কারণ আঞ্চলিক ভাষাও বাংলা ভাষা, এর নিজস্বতা রয়েছে। বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান ও আঞ্চলিক উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষনের উপর আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমানে বাংলা ভাষা চর্চা বেড়েছে। এটা খুবই ভালো লক্ষণ। যত চর্চা হবে, তত ভুলগুলো সংশোধন হবে। তবে চর্চাটা যেন ঠিক পথে হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ বাংলা ভাষা একটি বিজ্ঞানসম্মত ভাষা। যা কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন তা ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র মেনেই করতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা বাংলাদেশকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছি। একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সকলের মধ্যে একাত্মতাবোধ ও সহমর্মিতা সৃষ্টির শিক্ষা দেয়।

আমি আশা করি, দেশের সকল নাগরিক একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়ন ও সংস্কৃতি বিরোধী যে কোন অপশক্তিতে প্রতিহত করবেন। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন। মহান একুশে ফেব্রুয়ারিতে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...